দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 3 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

74

ফল প্রকাশে দেরি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামের 'এফিলিয়েটিং' বিশ্ববিদ্যালয়টির অন্যতম প্রধান কাজ ডিগ্রি পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং সময়মত ফল প্রকাশ করা। দেশের ছোটবড় সব কলেজ এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটেড কলেজ। তাদের ডিগ্রি ও মাস্টার্সের সিলেবাস প্রণয়ন থেকে শুরু করে একাডেমিক কার্যক্রমের সবকিছুই নির্ধারিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরদারিতে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পরীক্ষা নেয়া ও ফল প্রকাশে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

গত ৭ বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোনবারই সময়মতো পরীক্ষা নিতে এবং ফল প্রকাশ করতে পারেনি বলে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষ ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু হয় অক্টোবর মাসে এবং ১৯৯৮ সালের এই ডিগ্রি পরীক্ষা শেষ হয় ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে। নিয়মানুযায়ী ৩ মাস পর এপ্রিল মাসে এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার কথা। এবার প্রায় ২ লাখ পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবর থেকে দেখা যাচ্ছে, এবারও সময়মতো ফল প্রকাশের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি ছিল না। পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল কিভাবে প্রণয়ন করা হবে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা ছিল। বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহার করে ফল প্রণয়নের প্রস্তুতির কথা শোনা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করেছেন, আগামী জুলাই মাসের মধ্যে তারা ডিগ্রি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে পারবেন; কিন্তু ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা ফল প্রকাশ সেপ্টেম্বর, এমনকি অক্টোবর মাস পর্যন্ত গড়াতে পারে। অর্থাৎ পরীক্ষা শুরু হওয়ার একবছর পর ফল প্রকাশ। এই একবছর ছাত্রছাত্রীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবে এবং যারা অকৃতকার্য হবে তারা পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতির সময় পাবে না। তাহলে পরবর্তী পরীক্ষা কি পিছিয়ে দেয়া হবে? না-হলে কি পরীক্ষা পেছানোর যৌক্তিক দাবি উঠবে না? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও কি সেশন জটের খপ্পরে পড়ছে না?

আমাদের কলেজগুলো থেকে পরীক্ষা দিয়ে যেসব ছাত্র বিভিন্ন ডিগ্রি পায় সেগুলোর দাম কমে গেছে। পরীক্ষায় অসদুপায়, কলেজগুলোতে শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার উপকরণ ছাড়াই রাজনৈতিক চাপের মুখে অনুমোদন, ছাত্র রাজনীতির কারণে লেখাপড়ার পরিবেশের অভাব ইত্যাদি তার কারণ। তবুও সময়মতো পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ করে দক্ষ একটা উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার বীজ বপণ করা হয়েছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু সে কাজটিতেও এই এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। আমাদের দেশের 'এডুকেশনাল এডমিনিস্ট্রেশনের' গলদ এখানেও বাসা বেঁধেছে বলে মনে হচ্ছে।